মেঘদূত।

সংস্কৃত হইতে পদ্যে
অনুবাদিত।

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯১৬।

মূল্য ছয় আনা।

বিজ্ঞাপন।

অধুনাতন নব্য মহাশয়েরা কুসংস্কারবশতঃ চিরাচর এইরূপ বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের আলোচনা এক্ষণকার সময়োপযোগী ফলদায়ক নহে এই কথায় ক্ষান্ত না [illegible] ইহাও বলেন যে যখন প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের এক এক বচনেরই তাৎপর্য্য বুঝা ভার তখন তাঁহাদের গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করাতে কি লাভের সম্ভাবনা; উক্ত মহাশয়দিগের দেশানুরাগ যখন সময়ক্রমে এতাধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখন এবিষয় লইয়া আর অধিক তর্ক বিতর্ক করা বাহুল্য। হায়! আমাদিগের হতভাগ্য দেশে কালিদাস যদ্যপি কুতূহল বশতঃ একবার পুনরাগমন করেন তাহা হইলে চতুর্দ্দিক্ শ্মশান তুল্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কি পর্য্যন্ত না ক্রন্দন করিয়া উঠে; তিনি যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন উজ্জয়িনী পুরী কোথায়? তাহার এই মাত্র প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবেন যে উজ্জয়িনীর নাম ত কস্মিন্ কালেও শুনি নাই। শোণিত শুষ্ককারী এই শেষোক্ত কথার আভাষে

তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ চমকিয়া উঠিবে ও
তাঁহার মস্তকে যে কি নিদারুণ বজ্রাঘাত হইবে
তাহা বর্ণনাতীত উল্লিখিত প্রত্যুত্তর শ্রবণান্
তিনি কি ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে
দণ্ডায়মান থাকা দূরে থাকুক্ সনিশ্বাসে মূর্চ্ছাতে
যে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি

মেঘদূত গ্রন্থ খানি যদিও অত্যল্প স্বল্পায়তন
তথাপি উহা কালিদাসের এক অপূর্ব্ব রচনা
চলিয়া সর্ব্বত্রে গণনা হইয়া থাকে; আশ্চর্য্য এই
যে এই কার্য্যরূপ অট্টালিকাদি শূন্যের উপর
নির্ম্মিত হইয়াছে বলিলেও বলা যায়, উহার শুদ্ধ
কেবল গল্পটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে অধিকাংশ
লোকেই হাস্য করিবেন যথার্থ; কিন্তু উহার
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রচনাটী অবলোকন করিলে মনে
করিবেন যে উহার ন্যায় বিস্ময়কর কোন রচনা
আর জগতে নাই; এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই
যে যদ্যপি আমার এই যৎসামান্য অনুবাদ পাঠ
করিয়া কাহারো মন কালিদাসের মূল গ্রন্থ অব
লোকনে উৎসুক হয় তাহা হইলেই আমি আপনা
ততঃ কৃতকার্য্য হই।

কস্যচিদ্বিদ্যানুরাগিণঃ।

শুদ্ধিপত্র।

বিজ্ঞাপন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	পংক্তি
চলিয়া	বলিয়া	২	৯
গণনা	গণা	২	৯
কার্য্য	কাব্য	২	১০
অট্টালিকাদি	অট্টালিকাটি	২	১০

গ্রন্থ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	পংক্তি
হোলোমদের	হালা-মদের	১৪	১৭
একমাস	এক-মাস	৩০	৬

মেঘদূত।

পূর্ব্বমেঘ।

কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ।
কান্তাসনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম্ম কায॥
ক্রোধ ভরে বনপতি দিল তারে শাপ।
বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ॥
প্রবাসে [illegible] নাহি তার খেদ।
তাহে কিন্তু হায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ॥
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি।
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি॥
রবি তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে।
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে॥ (১)
ভাবনায় শুষে তার অঙ্গ সমুদয়।
হস্ত হতে খসে পড়ে স্বর্ণের বলয়॥

(১) এই পর্ব্বতোপরি জানকীর সহিত রামচন্দ্র কিয়ৎ বসতি করিয়াছিলেন।

আষাঢ়ের আগমনে দেখা দিল পরে।
দিব্য এক মেঘ উঠি পর্ব্বত উপরে ॥
দেখিতে হইল আর মেঘের আকার।
করি যেন ভুঁয়ে করে দশন প্রহার ॥
নবঘন দেখি মন টলয়ে ঋষির।
কত না যাতনা হবে একা বিদেশীর ॥
হইল তাহার মনে প্রেয়সীর ঠাঁই।
কুশল সংবাদ মোর কেমনে পাঠাই ॥
মেঘে দিয়া হেন কার্য্য করিব সাধন।
এতেক করিতে মনে আইল স্মরণ ॥
নানা জাতি পুষ্প আনি অর্ঘ বিরচিয়া।
অতঃপর জলধরে কহে সম্ভাষিয়া ॥
অচেতন মেঘে সে চেতন করি মানে।
স্মরের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে ॥
হে মেঘ তোমায় আমি জানি সবিশেষ।
পুষ্কর বংশেতে জাত খ্যাত সর্ব্ব দেশ ॥
বিধির বিপাক হেতু পড়েছি সঙ্কটে।
আনুকূল্য মাগি তাই তোমার নিকটে ॥
মহতে যাচ্ঞা যদি নিরর্থক হয়।
সেও ভাল তথাপি অধমে কভু নয় ॥

তাপিতের তাপ হর স্বভাব তোমার।
ধরাকে তাপিতা দেখি ত্যজ বারিধার॥
সারা হলো মনস্তাপে প্রেয়সী আমার।
বাঁচাও হে তারে মোর দিয়া সমাচার॥
যে স্থানে অলকাপুরী থাকে যক্ষগণ।
যাইতে হইবে তব সেই নিকেতন॥
বাহির উদ্যানে বসি বিরাজেন হর।
ভাল-শশী আলো করে যত বাড়ি ঘর॥
বায়ু পৃষ্ঠে করি ভর আঁধারিয়া দিক্।
হইবে যখন তুমি আকাশ পথিক॥
প্রবাসী আসিবে দেশে এ আশ্বাসে ভুলি। (২)
বিরহিণী তোমায় দেখিবে আঁখি তুলি॥
তোমা দৃষ্টে বাঁচে কেবা না দেখি প্রিয়ায়।
পরাধীন আমি তাই আছি এ দশায়॥
হিল্লোল দিতেছে দেখ বায়ু অনুকূল।
চাতক তোমার সাথে যাইতে ব্যাকুল॥
আকাশে বেঁধেছে মালা বলাকার দল।
মনোমত সঙ্গী তব ইহারা সকল॥

(২) পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে গৃহস্থ বিদেশীরা বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিত।

দেখিবে নিশ্চয় গিয়া প্রেয়সীর স্থানে।
দিবস গণনা করি বেঁচে আছে প্রাণে॥
কেননা কুসুম সম অবলার মন।
আশা বৃন্তে করি ভর না হয় পতন॥
মানস সরসী বাসী যত হংস কুল।
শুনিয়া গর্জ্জন তব হইবে ব্যাকুল॥
ছাড়িয়া সকলে আর মানস জলধি।
সহ যাত্রী হবে তব কৈলাস অবধি॥
অনেক দিনের সখা কৈলাস তোমার।
শ্রীরামের পদ চিহ্ন কটিতে যাহার॥
গিয়া আলিঙ্গন দিবে তারে যে সময়।
উথলিবে পরস্পর সুখের প্রণয়॥
প্রেমাশ্রু ঝরিবে তব নব বৃষ্টিজলে।
বাষ্পের উদ্রেক আর হইবে অচলে॥
কোথা কোথা হয়ে যাবে পূর্ব্বে শুন বলি
গিয়া কি কহিবে পরে বলিব সকলি॥
কোন্ কোন্ নদীর তুলিয়া লবে নীর।
অতিথি হইবে পথে কোন্ বা গিরির॥
অনায়াসে পারে যাতে সকল সন্ধান।
কহিতেছি তোমায় করহ অবধান॥

এস্থান হইতে তুমি করিয়া উত্থান।
উত্তর মুখীন হয়ে করিবে প্রয়াণ॥
"একি ঝড়-মাগো মাগো দেখে লাগে ডর
উড়াইয়া ফেলিল বা গিরির শিখর॥"
হেন বলি সিদ্ধা যত চমকিয়া প্রাণে।
বারেক দিবেক আঁখি তোমা দেহ পানে॥
দেখা দিবে তখন সমুখে ইন্দ্রধনু।
নানা রত্ন আভায় শোভয়ে যার তনু॥
ফুটিবে তাহাতে তব রূপের মাধুরী।
ময়ূর পুচ্ছেতে যেন শোভয়ে শ্রীহরি॥
মাল ক্ষেত্রে অনন্তর হবে উপনীত।
[illegible] পেয়ে ধরা হবে সৌরভে পূরিত॥
কৃষিণীরা ভাল বাসি দেখিবে তোমার।
অপক্ক যদিও তারা ভুরুর খেলায়॥
দূরে গিয়া হবে যবে শ্রম নিমগণ।
আম্রকূট শিখরীর পাবে দরশন॥
দাবাগ্নি থামিবে তার তব বরিষণে।
শিরে করি লইবে তোমায় সে কারণে॥
চূড়ায় আছহ তুমি শ্যামল বরণ।
নিম্নদেশ আম্র ফলে পাণ্ডু দরশন॥

দেখিবেন দেবগণ পরম কৌতুকে।
স্তন উঠিয়াছে যেন ধরণীর বুকে॥
নানা স্থানে নিকুঞ্জ শোভয়ে মনোহর।
বিহার করয়ে যথা নাগরী নাগর॥
রেবা নদী দেখিবারে হয় যদি মন।
কিয়ৎ বিশ্রাম করি করিবে গমন॥
নদীরে দেখিতে পাবে ক্ষণেকের পর।
বিন্ধ্য পদে শোভে যার শীর্ণ কলেবর॥
পাষাণ রাশির মাঝে শুভ্র ধারা ঝরে।
নানা ছড়া শোভে যেন করি কলেবরে॥
শাখা পত্র ফল ভরে স্রোতোমুখে পড়ি।
জামের কানন যত যায় গড়াগড়ি॥
চঞ্চুপুটে চাতক লইছে বিন্দু জল।
দেখিছে কিন্নরীগণ চিত্তে কুতূহল॥
সারি গাঁথি বকগুলা যাইছে উড়িয়া।
তাহাদেরো একে একে দেখিছে গুণিয়া।
ছাড়িবে এমনি বেলা ধ্বনি একবার।
থমকিবে দিক্ যত ধমকে তাহার॥
অমনি কিন্নরী সবে সারা হয়ে ত্রাসে।
আঁকড়িয়া ধরিবে যে যারে ভালবাসে॥

সঙ্কল্প যদিও তব সত্বর গমন।
দেখিতেছি তবু কাল-বিলম্ব কারণ॥
গিরি রাজি রহে সাজি নানাবর্ণ ফুলে।
নড়িতে না চাবে তুমি সুগন্ধেতে ভুলে॥
ময়ূরেরা ডাকিতে ডাকিতে কেকা রবে।
অগ্রে আসি দাঁড়াইলে গা তুলিবে ভবে॥
আগু বাড়াইয়া দিবে তাহারা তোমায়।
এখন গিরির কাছে হইবে বিদায়॥
উত্তরিবে যবে তুমি দশার্ণায় গিয়া।
সৌরভে পূরিবে বন কেতক ফুটিয়া॥
বড় বড় বৃক্ষ যত পল্লবে নিবিড়।
হেরিবে সমুদয়ে বায়সের নীড়॥
পাকিয়া উঠিয়া আর যত জম্বুফলে।
শ্যাম শোভা ধরাইবে বনান্ত সকলে॥
দেখিয়া তোমার এবে মনোরম ঘটা।
কিছু দিন রবে হেতা হংস যত কটা॥
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বিদিশা রাজধানী।
কি কব তাহার আমি অপূর্ব্ব বাখানি॥
বেত্রবতী নদী তথা অপরূপ শোভে।
মাতিবে দেখিছি তুমি পড়ি তার লোভে॥

তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গে সাজে জলময় মুখ।
চুম্বি তারে তোমার কত না হবে সুখ॥
শর শর শব্দ হয় তীর দেশে তার।
কামিনী প্রকাশে যেন মনের বিকার॥
গিরি এক আছে তথা নীচ তার নাম।
তদুপরি ক্ষণ কাল করিবে বিশ্রাম॥
গিরির কদম্ব যত হবে বিকসিত।
তোমায় পাইয়া যেন পুলকে পূরিত॥
জুঁয়ের কানন যত দেখিবে তথায়।
শীতল করিও সবে বৃষ্টি দিয়া গায়॥
মালিনী বেড়ায় কত ফুল তুলে তুলে।
কর্ণে রাখা পদ্ম ফুল পড়ে তায় ঢুলে॥
রবি তাপে তারা অতি হইবে আতুর।
তুমি গিয়া ছায়া দিয়া করো তাহা দূর॥
যদিও পথের ফেরে পড় বৃথা দায়ে।
উজ্জয়িনী যাইতে লয়ো না কিছু গায়ে।
পৌরাঙ্গনা সেথা যত শীঘ্র সবাকার।
চমক খাইবে আঁখি তড়িতে তোমার॥
সে সব আঁখির ঠারে না মজিলে যদি।
বঞ্চিত হইলে বড় জীবন অবধি॥

নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর স্থানে গিয়া অতঃপর।
সুখ রস আস্বাদিতে পারে বহুতর॥
পরিধান বস্ত্র তার খসে স্রোত ছলে।
হংসমালা চন্দ্রহার কিবা বোল বলে॥
নাভি তার ঘূর্ণাজলে রহে প্রকটিত।
দেখাইবে হাব ভাব কতই সরিত॥
যেহেতু জানিও স্থির নারী সবাকার।
প্রথম প্রণয় ভাষ বিভ্রম বিকার॥
যাইবে তাহার পর সিন্ধু নদী কাছে।
সূক্ষ্ম জলধার হয়ে বেণী যার আছে॥
জীর্ণ তটী পাতা সব হইয়া পতন।
দেহ আর হইয়াছে পাণ্ডুর বরণ॥
বিরহের অনুরূপ এসব লক্ষণ।
ঘুচাইতে সে তোমায় করিবে যতন॥
অবন্তী হইয়া যাবে উজ্জয়িনী পুরী।
বর্ণনে যাহার পুরে কাব্য ভূরি ভূরি॥
স্বর্গবাসী কেহ যেন শেষ পুণ্য বলে।
স্বর্গ খণ্ড আনি এক রেখেছে ভূতলে॥
শিপ্রার বাতাস পেয়ে সারসেরা সব।
ছাড়িবে মত্ততা বশে পটু উচ্চরব॥

পদ্মের সৌরভ আর আনি সে পবন।
কামিনীর দেহ জ্বালা করিবে হরণ॥
কিবা মনোহর সাজে অট্টালিকা সব।
ঘরময় ব্যাপি রয় ফুলের সৌরভ॥
কামিনীর পায়ের আল্‌তার রাঙ্গা দাগ।
স্থানে স্থানে শোভে যেন অরুণের রাগ॥
এসব সুন্দর স্থানে শ্রম কোরো দূর।
তোমা পানে লক্ষ্য করি নাচিবে ময়ূর॥
গবাক্ষ হইতে উঠি নাতাঘস ধূম।
মিশিবে তোমার গায়ে প্রচুর প্রচুর॥
অনন্তর যাবে তুমি শঙ্করের ধাম।
পুণ্য লাভ হেতু যদি থাকে মনস্কাম॥
শোভে তার চারি পার্শ্বে উদ্যান কাননে
খেলিতেছে তরুগণ সুগন্ধ পবনে॥
প্রভুর কণ্ঠের আভা তব কলেবরে।
ভূতগণ সে কারণ দেখিবে সাদরে॥
দেব প্রভু মহাকাল আছেন সেখানে।
যাবে তুমি এক বার তাঁর বিদ্যমানে॥
যাবৎ তপন দেব না যান সরিয়া।
তাবৎ থাকিবে তুমি ধৈরজ ধরিয়া॥

অতঃপর সন্ধ্যা পূজা হলে উপনীত।
গর্জ্জনে করিবে সিদ্ধ বাদ্য মনোনীত॥
চামর হেলায় তাঁরে বেশ্যা যত যুটি।
ক্ষণে ক্ষণে নূপুরের উঠে বোল ফুটি॥
নখক্ষতে তারা সবে পেয়ে বৃষ্টি জল।
ছাড়িবে তোমার পানে কটাক্ষ তরল॥
সন্ধ্যারাগে যুচি তব দেহের কালিমা।
হইবে জবার মত লোহিত প্রতিমা॥
বিরাজ করিলে ইথে আকাশ উপর।
নৃত্যে মাতিবেন যবে দেব মহেশ্বর॥
রক্ত মাখা হস্তি ছাল তাঁর বড় প্রিয়।
মিটাইয়া হেন সাদ তুমি দেখা দিও॥
ভবানী কিঞ্চিৎ তাহে হৃদে ত্রাস পেয়ে।
দেখিবেন এক দৃষ্টে তোমা পানে চেয়ে॥
পথ ঘাট ঢাকা দিলে যবে অন্ধকার।
সুচেতে বুঝি বা বিধে এমনি আকার॥
যাইবে কামিনীগণ প্রিয় নিকেতনে।
তাদেরে দিওনা ত্রাস ভীষণ গর্জ্জনে॥
পাথরে সোণার ঘসা দেখিতে যেমন।
বিদ্যুতের আলো দিবে তেমনি মতন॥

সে রাত্রি কোথাও কোন অট্টালিকা ছাতে
যাপন করিবে সুখে তড়িতের সাতে॥
খেলাইয়া খেলাইয়া সারাটী রজনী।
সারা হবে তোমার চপলা সুবদনী॥
ভানু শেষে দেখা দিবে আকাশে যখন।
বিলম্ব না করি আর করিবে গমন॥
হেনকালে খণ্ডিতা কামিনী সবাকার।
প্রিয়েরা পুঁছিয়া দিবে নেত্র বারি ধার॥
অতএব তপনের পথ এসময়।
আটক করনা যেন হইয়া নির্দ্দয়॥
যে নলিনী সারারাত হতেছিল সারা।
বরষিয়া ক্রমাগত শিশিরাশ্রু ধারা॥
খুলি তার দলময় মুখের ঘোমটা।
স্বকরে পুঁছিবে রবি যত অশ্রু ফোঁটা॥
এসময়ে যদি তার কর কর রোধ।
সামান্য হবে না তবে তোমাপরে ক্রোধ॥
প্রসন্ন মানস রূপী গম্ভীরার জলে।
প্রবিষ্ট হইবে পরে প্রতিবিম্ব ছলে॥
সফরী খেলিছে তথা সদাই চঞ্চল।
নদীর জানিবে তাহা দৃষ্টি নিরমল॥

বৃষ্টি জলে উচ্ছ্বসিত ক্ষিতির সৌরভে।
সুশীতল সমীরণ পরিপূর্ণ হবে॥
শীতল বাতাস পেয়ে অমনি সত্বর।
পাকিয়া উঠিবে যত কানন ডুম্বুর॥
দেবগিরি যাইবারে সাজিবে যখন।
তোমায় সে শীত বায়ু করিবে বীজন॥
তথা গিয়া স্কন্দদেবে দেখিয়া সাক্ষাৎ।
মস্তকে করিবে তাঁর পুষ্প বৃষ্টিপাত॥
দেবসৈন্য ভয়শূন্য তাঁহারি রক্ষণে।
বিনাশে প্রতাপ তাঁর জিনিয়া তপনে॥
গিরি পরে দ্বিগুণ হইবে তব নাদ।
ময়ুর নাচিবে তায় পাইয়া আহ্লাদ॥
পুচ্ছ খণ্ড লোয়ে যার উমা মৃদু হাসী।
কর্ণেতে রাখেন সদা পুত্রে ভাল বাসি॥
কার্ত্তিকেয় দেবতার করি আরাধন।
তদুত্তর যাইবে গোমতী নিকেতন॥
জল লাগি বীণা তন্ত্রী পাছে হয় শ্লথ।
সিদ্ধ দ্বন্দ্ব (৩) তোমায় ছাড়িয়া দিবে পথ॥

(৩) সিদ্ধ নামে এক প্রকার অলৌকিক পুরুষ অনেকানেক কাব্যে উল্লিখিত আছে ইহারা গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরা প্রভৃতির দলভুক্ত।

প্রতিমা পড়িলে তব গোমতীর জলে।
গন্ধর্ব্বে দেখিবে শোভা কিবা কুতূহলে॥
নদীরে দেখিবে তারা যেন মুক্তাহার।
ইন্দ্র নীল মণি তুমি মধ্য দেশে তার।
হেতা হোতে যাবে যবে হইয়া বিদায়।
দশপুর বধূগণ দেখিবে তোমায়॥
ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা চাহনি সময়ে।
কৃষ্ণসার প্রভা কিবা চক্ষে প্রকাশয়ে॥
চঞ্চল কুসুমে যথা ঘুরে ফিরে অলি।
নয়নে তেমনি ভাবে শোভে তারা গুলি॥
ব্রহ্মাবর্ত্তে অতঃপর হোয়ে উপনীত।
কুরুক্ষেত্র দরশনে হবে চমকিত॥
কত ক্ষত্রিয়ের মুখ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে।
হোয়েছিল পদ্ম যথা তব ধারা পাতে॥
প্রতিবিম্বে পরসিয়া সরস্বতী জল।
বর্ণ মাত্রে রবে কালো অন্তরে নির্ম্মল॥
যে হোলোমদের তরে পাগল পরাণ।
কান্তা সাথে ছাড়ি তাহা এক মাত্রে পান॥
পূর্ব্বে বলরামদেব আসি শুক্লগলে
মিটাতেন যত সাদ হেন নদীজলে॥

কনখল সন্নিধানে দেখিবেক গিয়া।
পড়িছেন গঙ্গাদেবী হিমাদ্রি বাহিয়া।
গৌরীর ভ্রুকুটি দেখি হাঁসি কেন ছলে।
ঊর্ম্মি হস্ত দেন যিনি শিবের কুন্তলে॥
জাহ্নবীতে ছায়া নিজ করিবে নিধান।
যমুনা মিশিল যেন হবে অনুমান॥
[illegible] করিবে পরে হিমাদ্রি উপর।
মৃগনাভে সুগন্ধি যাহার পরিসর॥
ধবল অটল হিমে শিখর সকলে।
সুখে আছে হরিণেরা বসি শিলাতলে॥
যেনকালে বায়ু যদি হইয়া প্রবল।
সরল তরুর কাঁধে জ্বালায় অনল॥
দবানলে গিরি হবে যন্ত্রণায় সারা।
ঘুচাইও তুমি তাহা ত্যজি বারিধারা.
পরদুঃখ যাহাতে না হয় প্রশমন,
এমন সম্পদে কিবা আছে প্রয়োজন॥
তোমারে দেখিয়ে যেই সরভ সকল।
তাড়াইয়া ধরিবারে প্রকাশিবে বল॥
[illegible] বরষিয়া খরতর ধারে।
ছিন্ন ভিন্ন করিবে তাদের সবাকারে॥

শঙ্করের পদ চিহ্ন প্রস্তরে নিহিত।
তথাকার এক স্থানে আছে প্রকাশিত॥
দেখিবা মাত্রেতে হয় পাপ তাপ ক্ষয়।
পরিণামে মুক্তিলাভ নাহিক সংশয়॥
গিয়া তথা ভক্তি ভরে হইয়া প্রণত।
প্রদক্ষিণ কোরো যেন তারে বিধিমত॥
বংশে বংশে পবন কুহরে মনোহর।
ত্রিপুর বিজয় গায় মাতিয়া কিন্নর॥
মৃদঙ্গ সমান তাহে তোমার বিরাব।
সঙ্গীতের কোন অঙ্গ হবে না অভাব॥
অনন্তর ঊর্দ্ধ দিকে হইয়া উত্থিত।
কৈলাস গিরির তুমি হইবে অতিথ॥
যার প্রস্থ সমুদয় রাবণের বলে।
ভাঙ্গিয়া খসিয়া সব রহে মূল স্থলে॥
তুষারে অম্লান শোভে চূড়া শত শত।
মুখ দেখে তদুপরি বিদ্যাধরী যত॥
শোভা আর পাইতেছে শুভ্র হিমরাশি
রাশীকৃত রহে যেন শঙ্করের হাঁসি॥
তুষারে তোমার দেহ পাইবে প্রকাশ।
বলরাম স্কন্ধে যেন কালো বর্ণ বাস॥

কণ্ঠেতে শিবের হাতে, সর্প এবে নাই।
পায় চালি করিবেন গৌরী হেন ঠাঁই॥
সোপান রূপেতে তুমি থাকিবে সামনে।
অম্বরের জল রাশি রাখিয়া দমনে॥
বালার হীরায় তব অঙ্গে করি ক্ষত।
জলযন্ত্র বিরচিবে দেবকন্যা যত॥
জল দিতে তুমি যদি হও অনিচ্ছুক।
গর্জ্জন ছাড়িবে এক রাগাইয়া মুখ॥
অমনি খেলায় মত্ত দেবাঙ্গনা যত।
অসঙ্গত পেয়ে ভয় হবে-থত মত॥
ত্রিভুবনে নাহি স্থান কৈলাস সমান।
নানা লীলা সহকারে কোরো অধিষ্ঠান॥
মানস সরসী হোতে কভু লবে জল।
ফুটিয়া আছয়ে যথা সোনার কমল॥
ঐরাবত মুখে কভু হবে পট্টবাস।
কল্পতরু পরে কভু দিবেক বাতাস
কৈলাস গিরির কোলে প্রণয়িনী সমা।
শোভয়ে অলকা পুরী নাহিক উপমা॥
গঙ্গা তার পরুন শাড়ীর শোভা ধরে।
খসিয়া পোড়েছে যেন সুখ রস ভরে॥

তোমা সম জলধর কতই সেথায়॥
অপরূপ শোভা করে হর্ম্ম্যের মাথায়॥
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল পলকে পলকে
মুকুতা ঝলকে যেন কামিনী অলকে॥

পূর্ব্বমেঘ সমাপ্ত।

উত্তর মেঘ

অট্টালিকা কত শত, সাজি আছে তোমা মত,
দেখিবেহে গিয়া অলকায়।
তোমায় তড়িৎ মালা, সেথায় ললিত বালা,
তুল্য শোভে কিবা দুজনায়॥
তোমার গর্জ্জন স্বর, শুনিতে কি মনোহর,
সেথায় মৃদঙ্গ বাজে তায়।
তোমার অন্তরে জল, প্রকাশিছে নিরমল,
মণিময় ভূতল সেথায়॥
ইন্দ্রধনু তোমা দেহে, অলকার গেহে গেহে
চিত্ররেখা তেমনি প্রকাশ।
হর্ম্ম্যগণ সুশোভন, উচ্চাকার অগণন,
তোমা মত ছুঁয়েছে আকাশ॥

আলো করি গৃহ মাঝে, বধূগণ কিবা সাজে,
কুসুমের অলঙ্কার গায়।
সে সব পড়িলে মনে, প্রাণ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে,
কোথা ছিনু এয়েছি কোথায়॥
পঙ্কজ তাদের করে, শিরীষ শ্রবণ পরে,
কুরুবক খোঁপায় বিলাসে।
লোধ্রফুল চুম্বন লোভে, অলকেতে কুন্দ শোভে,
কদম্ব বিরাজে কেশ পাশে॥
সদাই ফুটিছে ফুল, গুঞ্জিছে ভ্রমর কুল,
ঋতুর শাসন সব টুটি।
হৃদয়েতে পেয়ে সুখ, যেন হাসি হাসি মুখ,
কমলিনী সদা রহে ফুটি॥
ময়ূর যতেক সবে, মত্ত হোয়ে কেকা রবে,
সদা আছে পাখনা তুলিয়া।
সতত্‌ই জ্যোৎস্নাজলে, স্নান করি কুতূহলে,
নিশি যায় আঁধার ভুলিয়া॥
হর্ষ বিনা অশ্রুধারা, জানে না কেমন ধারা,
সেথায় যাহারা করে বাস।
যৌবনের নাহি শেষ, দুঃখের নাহিক লেশ
নাহি আর বিচ্ছেদ হুতাশ॥

অট্টালিকা শিরোদেশে, উঠিয়া আনন্দবেশে,
সঙ্গে লোয়ে রামা কতগুলি।
যুবকেরা মিলে বসি, সুরাপানরসে রসি
মনের কপাট দেয় খুলি॥
মন্দাকিনী উপকূলে, পারিজাত তরুমূলে,
দেবকন্যা খেলিছে সকলে।
সুবর্ণ বালুকা দিয়া, মণি মুক্তা ঢাকা দিয়া
খুঁজিবারে এ উহারে বলে॥
প্রিয়ার কাপড় ধরি, টান দেয় ত্বরা করি,
নাগর মনেতে পেয়ে সুখ।
মাণিকের আলো দেখি, নিভাইতে গিয়া ঠেকি,
কামিনী লজ্জায় ঢাকে মুখ॥
মেঘেরা কৌতুক চিতে, জল দিয়া চিত্রাদিতে,
গৃহ মধ্যে করিয়া প্রবেশ।
কেহ কিছু বলে বোলে, ভয় পেয়ে যায় চোলে,
ধূমের ধরিয়া ছদ্ম বেশ॥
প্রিয় আলিঙ্গনভরে, প্রাণান্ত হইয়া মরে,
কামিনীরা নিদাঘ জ্বালায়।
চন্দ্রকান্ত মণিগণ, করে তাহা নিবারণ,
ফোঁটা ফোঁটা জলের ছিটায়॥

নিশীথে কামিনীগণ, যায় প্রিয় নিকেতন,
চিহ্ন তার পাওয়া যায় প্রাতে।
পথের মাঝেতে পড়ি, মুক্তা যায় গড়াগড়ি,
ছিঁড়ে পড়ি স্তনের আঘাতে॥
সাক্ষাৎ দেখিয়া হরে, কন্দর্প পারে না ডরে,
ধনুক লইতে হাতে তুলি।
ভুরুভঙ্গ দৃষ্টিশরে, তার কাব শিক্ষা করে,
নবীনা কামিনী যতগুলি॥
কুবের-আলয় ছাড়ি, উত্তরে আমার বাড়ি,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়।
সম্মুখে বাহির দ্বার, বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়॥
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটী ধারে, অপরূপ দেখিবারে,
পরকাশে মণি বাঁধা ঘাট॥
সরসীর স্বচ্ছ জলে,— ভাসি ভাসি দলে দলে,
হংস হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে।
যাইতে মানস সরে, কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে॥

উঁচা ভূমি এক ধারে, গিরি সম দেখিবারে
নীলকান্তে শিখর বিরাজে।
স্নুবর্ণ কদলী তরু, চারি ধারে শোভে চারু,
তোমায় তড়িৎ যেন সাজে॥
মাধবী মণ্ডপ পরে, কুরুবক শোভা করে,
ফুল্ল গন্ধে ছুটে অলিকুল।
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা
দুটি গাচ অশোক বকুল॥
(১)অশোক ভাবিছে মনে, পাব আমি কতক্ষণে
বধূটীর চরণ আঘাত।
কবে আমি পাব মিঠা, মুখ মদিরার ছিটা.
বকুল ভাবয়ে দিবা রাত॥
তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার,
সোনার একটী আছে দাঁড়।
শিখী যথা কোভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়॥

(১) পূর্ব্বতন কবিদিগের কল্পনানুসারে অশোক তরু স্ত্রী লোকের পাদাঘাতে পুষ্পিত হয়।

এবং বকুল বৃক্ষ উহাদিগের মুখমদিরার সংস্পর্শে কুসুমশালী হয়।

তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রণ রণ বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা॥
এ সকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহূর্ত্ত ক্ষণে,
দেখে মাত্র মোর বাড়ি পানে।
এবে উহা শূন্য প্রায়, কমল না শোভা পায়,
কখনো দিবস অবসানে॥
শীঘ্র যাইবার তরে, ক্ষুদ্র করি কলেবরে
উপস্থিত হইবে সত্বর।
পরে চপলা ঝাঁকি, দৃষ্টি দিবে থাকি থাকি,
আলো করি ঘরের ভিতর॥
প্রয়াসে পাইবে দেখা, গাময় লাবণ্য রেখা,
শাস্ত্রোপম্বে কুঞ্চিত যৌবন।
তনু তার কলেবর, কটী তার ক্ষীণতর
স্তনভার করয়ে বন্ধন॥
অধরে অনুরাগ, অধরে বিম্বেররাগ,
মৃগআঁখি প্রণয় আধার।
দেখিলে আকৃতি তার, মনে হয় সবাকার,
আদি সৃষ্টি বুঝি বিধাতার॥

অন্তরে বিরহ ব্যথা, তুই একটী মুখে কথা,
দ্বিতীয় জীবন সে আমার।
দিন যত হয় গত, উৎকণ্ঠা চাপে তত,
যন্ত্রণার বাড়ে তত ভার॥
চক্রবাকী একাকিনী, কিংবা মৃদু মৃণালিনী,
যেরূপে পোহায় বিভাবরী।
বিরহে হইয়া ক্ষীণ, যাপন করিছে দিন,
প্রাণপ্রিয়া সেইরূপ করি॥
কাঁদি কাঁদি সারা ক্ষণ, ফুলিয়াছে দুনয়ন,
ওষ্ঠ দুই আগুন নিশ্বাসে।
গালে আছে হাত দিয়া, পড়িয়াছে এলাইয়া,
কেশপাশ এ পাশ ও পাশে॥
হয় তো দেখিবে গিয়া, পূজায় সে মন দিয়া,
রহিয়াছে ব্যাকুল অন্তর।
নয় তো বিরহভাব, মনে করি আবির্ভাব,
লিখিছে আমার কলেবর॥
নয় তো সারীরে কয়, তারে কি লো মনে হয়,
তুই তো রসিকা বড় জানি।
কাহকে সে তোর মত, বাসি তো না ভালস্বত,
সদাই শুনিত তোর বাণী॥

কিংবা যে ক মাস থাকি, ফুল গুটি ভুঁয়ে রাখি,
দেখিতেছে গুণিয়া গুণিয়া।
আমার সঙ্গম সুখে, মনে আনি সকৌতুকে,
কিংবা ঢালি দিয়া আছে হিয়া॥
মলিন বসনোপরি, বীণা যন্ত্রে কোলে ধরি,
গাইতে যদ্যপি করে মন।
নেত্র জলে ভিজে তার, গাওনা ক্রন্দন সার,
গলে আটকায় ক্ষণে ক্ষণ॥
কাম কর্ম্মে দিনমানে, থাকে যদি সুস্থ প্রাণে,
রাত্রে তুমি গবাক্ষ সামনে।
ভুঁয়ে যবে আছে শুয়ে, নিদ্রা নাই আঁখি দুয়ে,
খুলিবে যতেক আছে মনে॥
ভূমিতলে পার্শ্বতল, অন্তরে বিরহানল,
কলেবর ভাবনায় ক্ষীণ।
পূর্ব্বদিক সীমানায়, কলা অবসান প্রায়,
শশী যেন আছয়ে নিলীন॥
মনে মাতি মম স্মরণে, মুচ্ছ থাকে অন্য মনে,
পরক্ষণে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
যন্ত্রণার অশ্রুজল, বহে যত অনর্গল,
করে তত এপাশ ওপাশ॥

অমৃত শিশিরময়, শশীর কিরণচয়,
পড়িয়াছে বাতায়ন দিয়া।
পূর্ব্বেকার মনে করি, দিয়া আঁখি তদুপরি,
পরক্ষণে আনে ফিরাইয়া ॥
অশ্রুযুত পক্ষ্মগণে, ঢাকা পড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
সুশোভন দুইটী নয়ন।
বরষার দিবাভাগে, অর্দ্ধ মুদে অর্দ্ধ জাগে,
স্থলজাত পদ্মিনী যেমন ॥
স্বপনে যদ্যপি কভু, পাই তারে বাঁচি তবু,
হেন ভাবি যত মুদে আঁখি।
অশ্রুধারা অনিবার, আটকে নিদ্রার দ্বার,
শূন্যে উড়ে মনোরথ পাখী ॥
অলঙ্কার পরিহরি, পোড়ে আছে শয্যোপরি,
দেখ যদি তার কলেবর।
দুঃখ না রাখিতে পারি, তোমারো হে অশ্রুবারি,
ফেলিতে হইবে জলধর ॥
এত বলিতেছি বোলে, ভেবো না বাচাল বোলে,
মনগড়া এতে কিছু নাই।
কহিতেছি যাহা যাহা, সমুদায় তুমি তাহা,
স্বচক্ষে দেখিবে ওহে ভাই ॥

অপাঙ্গ অলকে ঢাকা, কাজল নাহিক মাখা,
আঁখি এবে চাহে না বিলাসে।
তোমায় দেখিতে খালি, উঠাইবে পক্ষ্ম মালী-
পদ্ম যেন নড়িল বাতাসে॥
দেখ যদি তুমি গিয়া, সুখে আছে ঘুমাইয়া,
খুলিও না গর্জ্জনের মুখ।
স্বপনে পাইয়া মোরে, বাঁধিয়াছে বাহু ডোরে,
ঘুচাইয়া দিওনা সে সুখ॥
বনের মালতী জালে, উঠাইয়া প্রাতঃকালে,
সজল শীতল বায়ু দিয়া।
জাগাইবে প্রেয়সীরে, পরে তারে ধীরে ধীরে,
কহিবে কি দিতেছি বলিয়া॥
এই রূপ তারে কবে, শুন ওহে অবিধবে,
সখা আমি স্বামীর তোমার।
ভাসিয়া বায়ুর স্রোতে, তাহার নিকট হোতে,
আসিয়াছি লোয়ে সমাচার॥
জলধর জেনো মোরে, বিদেশে যে কেহ ঘোরে,
গর্জ্জনে তাহারে তাড়া দিয়া।
উতলা অবলাটীর, পুছিবারে অশ্রু নীর,
বাড়ি আমি আনি ফিরাইয়া॥

এতেক শুনিয়া কাণে, তাকাইয়া তোমা পানে,
হনুমানে জানকী যেমন।
শুনিবে সকল কথা, মন নাহি আর কোথা,
বাক্যে যেন পাইছে জীবন॥
এতেক বলিও শেষে, রামাচল পরদেশে,
সহচর আছয়ে তোমার।
প্রাণে সে বাঁচিয়া আছে, জিজ্ঞাসিছে তোমা কাছে
তোমার কুশল সমাচার॥
তোমা অঙ্গে নিজ অঙ্গ, করিতেছে এক সঙ্গ,
মনোরথ মাত্রে করি সার।
তপ্ত দেহ দুজনার, শ্বাস তাহে অনিবার,
দুধারে নয়ন বারিধার॥
সখিদের সন্নিধানে, হেরি তব মুখপানে,
চুম্বিবারে হইয়া বিব্রত।
কত যেন কথা আছে, ফুসিত কাণের কাছে,
তোমারসে এত অনুরত॥
এমন যে সেই জন, কেমনে বল এখন,
বাঁচিবে সে তোমার বিহনে।
শুন তুমি মন দিয়া, তোমায় সে মোরে দিয়া
কি কহিছে সকাতর মনে॥

হরিণে নয়ন তব, লতায় লালিতা নব,
মুখশ্রী শশাঙ্কে শোভা পায়।
তরঙ্গে আঁখির ঠার, শিখি পুচ্ছে কেশ ভার,
এক ঠাঁই কিছু নাই হায়।
কোপ করি আছ যেন, প্রতিরূপ তোমা হেন,
শিলাপরে লিখিয়া যতনে।
[illegible]ারে তব পদ ঠাঁই, যত আঁকিবারে যাই,
অশ্রু তত ঢাকে দু নয়নে॥
ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া, শূন্য ধরি জড়াইয়া,
স্বপনেতে পাইয়া তোমায়।
বনের দেবতা যারা, এসব দেখিয়া তারা,
অশ্রু ফেলে পাতায় পাতায়॥
দেবদারু দুলাইয়া, নানা পুষ্প বুলাইয়া,
এই যে বহিছে সমীরণ।
তোমায় কখনো যদি, ছুঁয়ে থাকে ক্ষণাবধি,
তবে আমি করি আলিঙ্গন॥
দিনে এ পোড়া নিশি, পলকে যাইবে মিশি,
গ্রীষ্মতাপ থামিবে কেমনে।
মিছা হেন মনস্কাম, উঠি উঠি অবিশ্রাম,
হুতাশন জ্বালাইছে মনে॥

দশা চক্র নহে স্থির, কেন মনে জানি স্থির,
কোন মতে কাটাই জীবন।
তুমিও হে দিন দিন, শরীর কোরো না ক্ষীণ,
ভাবিয়া ভাবিয়া সারা ক্ষণ॥
জাগিবেন বিষ্ণু যবে, শাপ মোর অন্ত হবে,
চক্ষু মুদি থাক এক মাস।
শরদের জ্যোৎস্না রাতে, মনোসুখে এক সাথে
পরে মিটাইব যত আশ॥
পতি তব মোর কাছে, যাহা যাহা কহিয়াছে,
বলিলাম তোমায় সকলি।
শুনিলে যে সমুদয়, না যদি প্রত্যয় হয়,
অভিজ্ঞান বাক্য শুন বলি॥
পড়িয়া সখার বুকে, শুয়ে ছিলে মনোসুখে,
ঘুমাইয়া পড়িলে অমনি।
কি জানি কিসের লাগি, চমকি উঠিলে জাগি
ক্রন্দনের মত করি ধ্বনি॥
স্বামী তব জিজ্ঞাসিতে, বলিলে কৌতুক চিতে
দেখিলাম ওহে ধূর্ত্তরাজ।
যেন অন্য কারো সঙ্গে, মাতি আছ রস রঙ্গে,
ছি ছি ছি এমন তব কায॥

[illegible]রূপ শুনাইয়া, কোন মতে থামাইয়া,
আসিবে আমার প্রেয়সীরে।
প্রথম বিরহজ্বালা, এই সে জানিল বালা,
সহিবে কেমনে বল ধীরে॥
নিরুত্তর আছ বোলে, মোরে যে বিমুখ হলে,
এ কথা কভু না আমি মানি।
চাতকে চাহিলে জল, কর তারে সুশীতল,
নাও কোন শব্দ মুখে আনি॥
চাহিনু যা তব ঠাঁই, এমন চাহিতে নাই,
কি করিব মারা যাই প্রাণে।
[illegible] হইতে কারো দুখ, নহে তুমি পরাঙ্মুখ,
তোমায় সকল লোকে জানে॥
সমাপিয়া মোর কায, পরে ওহে ঘনরাজ,
যথা ইচ্ছা তথা বিচরহ।
বরষার শুভযোগে, থাক চপলার ভোগে,
ক্ষণেক না জানিয়া বিরহ॥